ঝিনাইদহের হলিাধানীতে যুবলীগের উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার হলিধানী ইউনিয়নে ঝিনাইদহ-২ আসনের সংসদ সদস্য তাহজীব আলম সিদ্দিকী সমি সহযোগিতায় ঝিনাইদহ সদর উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক ও সম্ভাব্য চেয়ারম্যান প্রার্থী মোঃ হারুনুর রশিদের উদ্যোগে ইউনিয়নের শীতার্ত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে।

শনিবার সকাল ১১টায় হলিধানী ইউনিয়ন পরিষদে এই কম্বল বিতরণ করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন ছিলেন হলিধানী ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মোঃ হাসেম মিয়া, কাতলামারী ফাঁড়ির ইনচার্জ এস আই মোঃ আনিচুর রহমান রহমান, ইউনিয়ন যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক পারভেজ আলম, ৪নং ওয়ার্ডের মেম্বার আবুল মিয়া এবং ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, কৃষকলীগ ও ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দসহ স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

হরিণাকুন্ডু উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতিসহ ৩ নেতা বহিস্কার

পৌরসভা নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত নৌকা প্রতীকের বিরুদ্ধে কাজ করায় ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডু উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতিসহ ৩ আওয়ামী লীগ নেতাকে বহিস্কার করা হয়েছে।

শনিবার দুপুরে ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক আছাদুজ্জামান আছাদ স্বাক্ষরিত এক প্রেসবিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বহিস্কৃতরা হলেন হরিণাকুন্ডু উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মশিউর

রহমান জোয়ার্দ্দার, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ শরিফুল ইসলাম শরিফ ও হরিণাকুন্ডু পৌরসভার বর্তমান মেয়র ও পৌর আওয়ামী লীগ সভাপতি শাহিনুর রহমান রিন্টু।

জেলা আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক আছাদুজ্জামান আছাদ জানান, ৩য় ধাপে অনুষ্ঠিত হরিণাকুন্ডু পৌরসভা নির্বাচনে আওয়ামী লীগ থেকে পৌরসভার বর্তমান কাউন্সিলর ফারুক হোসেনকে মনোনীত করা হয়েছে।

কিন্তু ওই ৩ আওয়ামী লীগ নেতা বিভিন্ন সময় আওয়ামী লীগ মনোনীত নৌকা মার্কার মেয়র প্রার্থী ফারুক হোসেনের প্রতীকের বিরুদ্ধে নির্বাচনী প্রচারণাসহ মানববন্ধন, উস্কানীমুলক বক্তব্য, উপজেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে বসে নেতাকর্মীদের নৌকার বিরুদ্ধে কাজ করতে উৎসাহিত করে আসছে।

এ ঘটনায় মেয়র প্রার্থী ফারুক হোসেন লীগের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির কাছে অভিযোগ করে। তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় কেন্দ্রের নির্দেশে ওই ৩ জনকে বহিস্কার করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে এস এ টিভির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত

‘আট পেরিয়ে নয়ে পদার্পন, সাথে আছি সব সময় এ শ্লোগানকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে এস এ টেলিভিশনের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হয়েছে।
এ উপলক্ষে শনিবার দুপুরে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সামনে থেকে একটি র্যালী বের করা হয়।

র্যালীটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে একই স্থানে এসে শেষ হয়। পরে প্রেসক্লাব মিলনায়তনে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সভাপতি এম রায়হানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহের পুলিশ সুপার মুনতাসিরুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) আরিফ উজ জামান, জাতীয় মহিলা সংস্থার চেয়ারম্যান দিপ্তী রহমান, সদর থানার অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ হাসান টিপু, সাবেক সভাপতি এম সাইফুল মাবুদ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী তরুণ সমাজ সেবক যুবলীগ নেতা জাহাঙ্গীর আলম, এস এ টিভি দর্শক ফোরামের সাধারণ সম্পাদক নাজিম উদ্দিন জুলিয়াস, এস এ পরিবহনের ম্যানেজার খন্দকার ইকবাল হোসেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সহ-সভাপতি ও এস এ টিভির জেলা প্রতিনিধি ফয়সাল আহমেদ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সহ সম্পাদক ও দৈনিক আমার সংবাদের জেলা প্রতিনিধি কে এম সালেহ, ডেইলি বাংলাদেশ পোষ্ট এর ভ্রাম্যমান প্রতিনিধি দেলোয়ার কবির, মানবজমিনের জেলা প্রতিনিধি আমিনুল ইসলাম লিটন, এশিয়ান টিভির জেলা প্রতিনিধি এম রবিউল ইসলাম রবি, একাত্তর টিভির জেলা প্রতিনিধি রাজিব হাসান, বাংলাদেশ বেতারের জেলা প্রতিনিধি কোরবান আলী, দৈনিক আমাদের কণ্ঠ এর জেলা প্রতিনিধি এম এ জলিল, ঢাকা প্রতিদিন এর জেলা প্রতিনিধি মোস্তফা কামাল, দৈনিক নবচেতনার জেলা প্রতিনিধি সাজ্জাদ আহমেদ,

দৈনিক সকালের সময় এর জেলা প্রতিনিধি শামীমুল ইসলাম শামীম, ভোরের পাতার জেলা প্রতিনিধি শাহানুর আলম, সময়ের আলোর জেলা প্রতিনিধি কাজী আলী আহমেদ লিকু, ভোরের কাগজের জেলা প্রতিনিধি রোকনুজ্জামান মিলন, ঝিনাইদহ সংবাদের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মেহেদী হাসান সবুজ, সময় টিভির জেলা প্রতিনিধি লোটাস রহমান সোহাগ, মুভিবাংলা টেলিভিশন ও স্পন্দন পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি খাইরুল ইসলাম নিরব, দৈনিক আমাদের অর্থনীতির জেলা প্রতিনিধি সুলতান আল একরাম, দৈনিক পথযাত্রা পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি বশির আহমেদ, নারী সাংবাদিক ময়না খাতুন, দৈনি শ্যামবাজার পত্রিকার সম্পাদক আলী হাসান, সাংবাদিক এস কে কাদের, জাহিদ হাসান, জহিরুল ইসলাম, সম্রাট হোসেন, আশরাফুল ইসলাম, শাহিনুর আলম।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন চ্যানেল টোয়েন্টিফোর এর জেলা প্রতিনিধি সাদ্দাম হোসেন। আলোচনা সভা শেষে কেক কাটা হয়। এসময় রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতাকর্মীসহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

কোটচাঁদপুর থানা পুলিশের অভিযানে ১৫ আসামী আটক

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে পৃথক মামলার ওয়ারেন্ট ভুক্ত ১৫ জন আসামীকে আটক করেছেন কোটচাঁদপুর থানা পুলিশ।

শুক্রবার সকালে তাদেরকে বিশেষ গাড়িতে আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ।

কোটচাঁদপুর থানার অফিসার ইনচার্জ মাহবুবুল আলম জানান, বৃহস্পতিবার রাত ভোর থানা পুলিশ উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে অভিযান চালায়।

এ সময় পৃথক মামলার ওয়ারেন্ট ভুক্ত ১৫ আসামীকে আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন, উপজেলার গালিমপুর গ্রামের সুজন আলী, বিশারত আলী, নয়ন আলী, কটা আলী, বড়বামনদহ গ্রামের জাকির হোসেন, সলেমানপুরের বাবুল মালিতা, কমল পাল, কাঠালিয়ার শুকুর আলী, আশরাফুল ইসলাম, কাগমারীর জাহাঙ্গীর আলম, শাহা জালাল, সাবদারপুরের মুক্তার হোসেন, জয়দিয়ার লতিফ হোসেন, রেলস্টেশন পাড়ার আব্দুল আলীম ও বলুহরের প্রদীপ হালদার।

শুক্রবার কারা পুলিশের পিকাপ ভ্যানে তাদেরকে আদালতে পাঠানো হয়।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলার গাইডলাইন প্রকাশ, যেভাবে হবে

ক্লাস

করোনাভাইরাসের সংক্রমণের কারণে বন্ধ থাকা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলার বিষয়ে আগামী ৪ ফেব্রুয়ারির মধ্যে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও কর্মচারীদের নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্দেশ দিয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)। এর সঙ্গে একটি গাইডলাইন প্রকাশ করেছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর। এ গাইডলাইন অনুসারে স্বাস্থ্যবিধি মেনে পরিকল্পনা করা হয়েছে প্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়ার। আবার খোলার বাজেট তৈরিতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নিজস্ব তহবিল ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে। একই সঙ্গে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ পাওয়া মাত্র শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলে দিতে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলার গাইডলাইনে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্ব পেয়েছে। তিন ফুট দূরত্বে ক্লাসরুমের বেঞ্চগুলোকে স্থাপন করতে বলা হয়েছে। পাঁচ ফুটের কম দৈর্ঘ্যের একজন শিক্ষার্থী এবং পাঁচ থেকে সাত ফুট দৈর্ঘ্যের বেঞ্চে দুজন শিক্ষার্থী স্বাস্থ্যবিধি মেনে গাইডলাইন অনুসারে ক্লাস করতে পারবে। স্কুলে ঢোকার আগেই থার্মোমিটার দিয়ে তাপমাত্রা পরীক্ষা করার কথাও বলা হয়েছে।

সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে বেঞ্চের দৈর্ঘ্য পাঁচ ফুটের কম হলে প্রতি বেঞ্চে একজন করে শিক্ষার্থী বসতে পারবে

কতজন বসবে বেঞ্চে
সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে বেঞ্চের দৈর্ঘ্য পাঁচ ফুটের কম হলে প্রতি বেঞ্চে একজন করে শিক্ষার্থী বসতে পারবে। বেঞ্চের দৈর্ঘ্য পাঁচ থেকে সাত ফুট হলে প্রতি বেঞ্চে দুজন করে শিক্ষার্থী বসতে পারবে। যদি বেঞ্চের দৈর্ঘ্য পাঁচ ফুট বা তার বেশি হয়, তবে প্রতিটি বেঞ্চে দুজন করে ছয়টি বেঞ্চে ১২ জন শিক্ষার্থী বসতে পারবে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পুনরায় চালুর কয়েকটি ধাপ
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পুনরায় চালু করার জন্য কয়েকটি ধাপের কথা বলেছে মাউশি। এই নির্দেশিকায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পুনরায় চালু করার জন্য যে ধাপগুলো বিবেচনা করা হয়েছে, তা হলো-

১.নিরাপদ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য পরিকল্পনা করা।

২. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রস্তুত করা।

৩. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নিরাপদে চালু করা।

৪. শিক্ষা কার্যক্রম চলাকালে করোনার বিস্তাররোধে পদক্ষেপ নেওয়া।

‘কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পুনরায় চালুকরণ’ শীর্ষক নির্দেশিকায় স্কুল-কলেজ খোলার আগে পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আকর্ষণীয় করাসহ স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের শিফটিং করে নিরাপদ দূরত্বে ক্লাসে বসা, প্রথম ১৫ দিন সহ-শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করে আনন্দঘন পরিবেশ তৈরি এবং দুই মাসের মধ্যে কোনো পরীক্ষা না নেওয়ার কথা বলা হয়েছে নির্দেশনায়। ৩৯ পৃষ্ঠার নির্দেশনাটি ইউনিসেফের সহযোগিতায় প্রস্তুত করা হয়েছে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিকে নতুন স্বাভাবিকতা (নিউ নরমাল) হিসেবে বিবেচনা করে এই নির্দেশিকা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ব্যবহার করতে পারবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

সংক্রমণের বিস্তার রোধে ব্যবস্থা
কোভিড-১৯ বিস্তার রোধে প্রতিদিন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রবেশের সময় সবার স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। সবার জন্য মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করা, শিক্ষার্থীরা যাতে শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে শিক্ষা কার্যক্রমে অংশ নিতে পারে ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চলাফেরা করতে পারে এ জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থারও পরিকল্পনা নিতে হবে।

নিরাপদ শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর উপস্থিতির সংখ্যা নিরূপণ করতে হবে। স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে কতজনকে একই শিফটে এনে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে তা পরিকল্পনা করা হবে। সে ক্ষেত্রে বসাতে হবে ৩ ফুট দূরত্ব নিশ্চিত করে। শিক্ষার্থীর চাহিদা ও অভিভাবকের মতামতের ভিত্তিতে এবং প্রতিষ্ঠানের ধারণক্ষমতা অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের তালিকা তৈরি করতে হবে।

আনন্দঘন শিক্ষা কার্যক্রম

দীর্ঘদিন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় শিক্ষার্থীদের যে মানসিক চাপ তৈরি হয়েছে তা থেকে মুক্ত করার জন্য নিরাপদ ও আনন্দঘন শিখন কার্যক্রমের পরিকল্পনা গ্রহণের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। প্রথম ১৫ দিন শিক্ষা কার্যক্রম কেমন হবে, কতটা সময় শিখন কার্যক্রম এবং কতটা সময় মনোসামাজিক কার্যক্রমের ব্যবস্থা থাকবে তার পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। প্রথম এক বা দুই সপ্তাহ পাঠক্রমভিত্তিক শিখনের ওপর গুরুত্ব না দিয়ে বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা ও সহ-শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। শিক্ষার্থীদের মনোসামাজিক সহায়তা এবং মানসিক ও শারীরিক কার্যক্রমের মধ্যে খেলাধুলা, মেডিটেশন, যোগব্যায়াম, গাছ লাগানো ও পরিচর্যা, সংগীত চর্চা, ছবি আঁকা, সামাজিক সেবামূলক কাজ করতে নির্দেশনা রয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চালুর প্রথম দুই মাসের মধ্যে এমন কোনো আনুষ্ঠানিক পরীক্ষা বা মূল্যায়নের ব্যবস্থা রাখা যাবে না, যা শিক্ষার্থীর ওপর চাপ তৈরি করতে পারে।

পরিকল্পনামাফিক প্রয়োজনীয় জীবাণুনাশক প্রয়োগসহ পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমের দায়িত্ব বণ্টন, নির্দিষ্ট সময় পর পর ২০ সেকেন্ড ধরে সঠিকভাবে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা রাখা এবং দৃশ্যমান স্থানে ঝুলিয়ে রাখতে হবে এ সংক্রান্ত পোস্টার।

কোভিড-১৯ বিস্তার রোধে ব্যবস্থা
এ ক্ষেত্রে কন্টাক্ট লেস থার্মোমিটার স্থাপন এবং তাপমাত্রা বেড়ে গেলে বাড়িতে বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতিষ্ঠানে প্রবেশের পথে ও অভিভাবকদের বসার স্থানে ৩ ফুট দূরত্বে করতে হবে মার্কিং। সবার জন্য মাস্কের ব্যবস্থা রাখতে হবে, যাতে কোনো শিক্ষার্থী মাস্কের জন্য শিক্ষা কার্যক্রম থেকে বিরত না থাকেন। স্থানীয় প্রশাসন ও স্বাস্থ্য বিভাগের সঙ্গে সমন্বয় করে হটলাইন নম্বর দৃশ্যমান স্থানে টাঙিয়ে রাখতে হবে।

দামুড়হুদা উপজেলায় ভূমিহীন ও

গৃহহীন পরিবারের মাঝে গৃহ হস্তান্তর

মুজিববর্ষ উপলক্ষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা’র উপহার ভূমিহীন ও গৃহহীণ পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান অনুষ্ঠান।

গতকাল শনিবার ২৩ জানুয়ারী সকাল সাড়ে ১০ টার সময় ভার্চুয়াল আলোচনা সভার মাধ্যমে শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে গণভবন হতে দেশের ৬৪ জেলার ৪৯২টি উপজেলার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে ৬৬ হাজার ১শত ৮৯ পরিবার কে ভূমিহীন ও গৃহহীনকে ঘর প্রদান কার্যক্রমের প্রথম পর্যায়ের উদ্বোধন করেন।

সকল ঘরে বিদ্যুৎ ও সুপেয় পানি সরবরাহের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। প্রতিটি জমি ও বাড়ির মালিকানা স্বামী-স্ত্রীর যৌথ নামে দেওয়া হয়েছে। দেশের গৃহহীন প্রতিটি মানুষ ঘর না পাওয়া পর্যন্ত এই কার্যক্রম চলমান থাকবে।

দামুড়হুদা উপজেলা সভাকক্ষে,মুজিববর্ষ উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কতৃক ভুমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান, অনুষ্ঠানে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ আলী মুনছুর বাবু।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের সাবেক জেলা প্রশাসক ও দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ মাহাফুজুর রহমান মন্জু, দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুদীপ্ত সিংহ, দামুড়হুদা উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মোছাঃ সাহিদা খাতুন, চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের সদস্য ও দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ শফিউল কবির ইউসুফ, দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক ও দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী মোঃ হযরত আলী সহ আরো অনেকে।

উক্ত অনুষ্ঠানে দামুড়হুদা উপজেলায় মোট ৩২ টি পরিবারের মাঝে হস্তান্তর করা হয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কতৃক বিশেষ এই উপহার।

আমরা-৯২ এর উদ্যোগে শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপিতে আমরা-৯২ (একটি বন্ধু কল্যাণ সংগঠন) এস.এস.সি ব্যাচ আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এর উদ্যোগে শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়।

আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক আলহাজ্ব সিরাজুল ইসলাম প্রধান অতিথি ও আলহাজ্ব শফি উদ্দিন সাবেক শিক্ষক আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শীতার্তদের মাঝে শীত বস্ত্রবিতরণ করেন।

এ সময় আমরা -৯২ এর সভাপতি এস.এম কুতুব উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক আজিমুল হক লাভলুসহ আসাদুজ্জামান সেলিম, মোস্তাক, তোফাজ্জেল, রানা, শাহিন এবং ৯২ এর শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গায় গৃহহীনদের মাঝে ভূমিসহ গৃহ প্রদান

আশ্রয়নের অধিকার শেখ হাসিনার উপহার এই শ্লোগানকে সামনে রেখে শনিবার সকাল সাড়ে নয়টার সময় জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে গৃহহীনদের মাঝে ভূমি ও গৃহ প্রদান কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়।

ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

মুজিব বর্ষ উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ভূমিহীন এবং গৃহহীনদের মাঝে ভূমিসহ গৃহ প্রদান কার্যক্রমের প্রথম পর্যায়ের

চুয়াডাঙ্গা জেলাতে ১৩৪ জন গৃহহীন এবং ভূমিহীনদের মাঝে গৃহ এবং ভূমি প্রদান করা হয়। চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলায় ৩৪ জনকে এই ভূমি এবং গৃহ প্রদান করা হয়।

ভূমি এবং গৃহের দলিল ও চাবি তুলে দেয়ার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাদিকুর রহমান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) আবু তারেক, উপজেলা চেয়ারম্যান আসাদুল হক বিশ্বাস প্রমুখ।

মেহেরপুরে ২৬ পরিবারে বইছে ঈদের আনন্দ

এম এফ রুপক/শাকিল রেজা:
বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে ঘোষিত মুজিব বর্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার হিসেবে একসঙ্গে ঘর পেল প্রথম ধাপে মেহেরপুরের তিন উপজেলায় ২৬ জন ভ’মিহীন-গৃহহীন পরিবার। শনিবার তিন উপজেলা পরিষদ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে সুবিধাভোগীদের হাতে ঘরের কাগজ ও চাবি তুলে দেওয়া হয়। এর আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে গণভবন থেকে প্রধানমন্ত্রীর ভার্চুয়ালি উদ্বোধনের মাধ্যমে বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, খুলনার বিভিন্ন অঞ্চলে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয় এসব আধা পাকা ঘর ও জমি। সারা দেশে প্রথম ধাপে ঘর জমিসহ ঘর পেয়েছে ৬৯ হাজার ৯শ ৪ পরিবার।

প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘর পেয়ে তাদের চোখে-মুখে যেন খুশির ঝিলিক। এ যেন ঈদের আনন্দকেও হার মানাবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তারা বলেন, নিজের একটি পাকা ঘর ও ভূমি হতে পারে তা আমরা আগে কখনও ভাবিনি। এটিই বিশ্বে গৃহহীন মানুষকে বিনামূল্যে ঘর করে দেওয়ার সবচেয়ে বড় কর্মসূচি।

সংশ্লিষ্টরা জানান, গৃহহীন-ভূমিহীনদের ঘর করে দেওয়ার এত বড় কর্মসূচি পৃথিবীতে আর একটিও নেই। এর মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে নতুন ইতিহাস গড়লো বাংলাদেশ। দেশে ভূমিহীন ও গৃহহীন অসহায় মানুষদের

মধ্যে যাদের ভূমি নেই তাদের সরকারের খাস জমি থেকে ২ শতাংশ ভিটে এবং ঘর দিচ্ছে সরকার। যাদের ভিটে আছে ঘর নাই তাদের ঘর দিচ্ছে সরকার। প্রতিটি ঘর দুই কক্ষ বিশিষ্ট। এতে দুটি রুম ছাড়াও সামনে একটি বারান্দা, একটি টয়লেট, একটি রান্নাঘর এবং একটি খোলা জায়গা থাকবে।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মুজিবনগর উপজেলা সম্মেলন কক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে ৪ টি ভ’মিহীন-গৃহহীন পরিবারের হাতে জমিসহ ঘরের চাবি হস্তান্তর করেন। ঘর হস্তান্তর অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার। সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাজমুল আলমের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি ছিলেন সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দীন, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হাফিজ আল আসাদ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিরুল ইসলাম, জেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম সম্পাদক এ্যাড. ইব্রাহীম শাহীন, পাবলিক প্রসিকিউটর পল্লব ভট্টাচার্য, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দীন বিশ্বাস, মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেম, মুজিবনগর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম মোল্লা প্রমুখ।

অন্যদিকে গাংনী উপজেলা সম্মেলন কক্ষ থেকে ৬টি পরিবারকে জমিসহ ঘর হস্তান্তর করা হয়। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আর এম সেলিম শাহনেওয়াজ সবিধাভোগীদের হাতে জমির কাগজসহ ঘরের চাবি তুলে দেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক এম এ খালেক, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা খাতুনসহ উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা।

মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাসুদুল আলম সদরের ১৬ টি ভ’মিহীন-গৃহহীন পরিবারের হাতে জমির কাগজসহ ঘরের চাবি তুলে দেন। উপজেলা সম্মেলন কক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে এই ঘর হস্তান্তর করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম, ভাইস চেয়ারম্যান মোমিনুল ইসলাম, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান লতিফুন্নেছা লতাসহ উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা।

মেহেরপুর জেলায় যে ২৬ পরিবার ঘর পেলো তারা হলেন, মেহেরপুর সদর উপজেলার উজলপুর গ্রামের আব্বাস আলীর স্ত্রী মমতাজ পারভীন, উজলপুর গ্রামের খুদা বকসের স্ত্রী মেহেননিগা খাতুন, কুতুবপুর গ্রামের মিলন হোসেনের স্ত্রী ফাহিমা খাতুন, শিবপুর গ্রামের হযরত আলীর

স্ত্রী জামেরন, উজলপুর গ্রামের জিতুকালামের স্ত্রী বেগম, ইছাখালী গ্রামের সাজাত আলীর স্ত্রী রুপালী খাতুন, গোভীপুর গ্রামের সাদ আলীর স্ত্রী বেদেনা খাতুন,

মেহেরপুর পৌরসভার বেড় পাড়ার কেরামত আলীর স্ত্রী মেরিনা খাতুন, মেহেরপুর পৌর সভার কলেজ পাড়ার মহিরদ্দীন মন্ডল, মেহেরপুর পৌরসভার কলেজ পাড়ার সজলের স্ত্রী রিমা খাতুন, মেহেরপুর কলেজ পাড়ার আঃ মালেকের স্ত্রী করিমন খাতুন, মেহেরপুর পৌর সভার গোহাট পাড়ার আবু হোসেনের স্ত্রী হালিমা খাতুন, দিঘির পাড়ার আবুল হোসেনের স্ত্রী টুনি খাতুন, দিঘির পাড়ার রাইহানের স্ত্রী লাভলী খাতুন, স্টেডিয়াম পাড়ার ইসমাইল হোসেনের স্ত্রী ফরিদা পারভীন, বেড়পাড়ার জাহাঙ্গীর আলমের স্ত্রী মজিরন খাতুন,

গাংনী উপজেলার, কাজিপুর গ্রামের জহুর আলীর ছেলে ছহির উদ্দিন, কাজিপুর গ্রামের যমুনা খাতুন, কাজিপুর গ্রামের ফেরদৌসি খাতুন, নিশিপুর গ্রামের তহমিনা খাতুন, জুগীরগোফা গ্রামের মৃত নিয়াত আলীর স্ত্রী হাজেরা খাতুন, চেংগাড়া গ্রামের মৃত ইয়াদ আলীর ছেলে জিন্নাত আলী,

মুজিবনগর উপজেলার, মহাজন পুর গ্রামের ফজিলা খাতুন, মহাজনপুর গ্রামের ওশিন খাতুন, মহাজনপুর গ্রামের দাসী খাতুন ও মহাজনপুর গ্রামের খইরন নেছা।

মেপ্র/এমএফআর

আজকে আমার অত্যন্ত আনন্দের দিন : প্রধানমন্ত্রী

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরণে দেশের ৪৯২টি উপজেলার প্রায় ৭০ হাজার পরিবারকে পাকা ঘরসহ বাড়ি হস্তান্তর করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এসময় প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজকে আমার অত্যন্ত আনন্দের দিন। ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও ঘর প্রদান করতে পারা বড় আনন্দের।

শনিবার (২৩ জানুয়ারি) গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মুজিববর্ষ উপলক্ষে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও ঘর প্রদান কর্মসূচির উদ্বোধনের পর প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেন। এদিন দেশের ৪৯২ উপজেলার প্রায় ৭০ হাজার পরিবারকে পাকাঘর হস্তান্তর করেন তিনি।

শেখ হাসিনা বলেন, ‘আজকে আমার অত্যন্ত আনন্দের দিন। গৃহহীন পরিবারকে গৃহ দিতে পারছি, এটি আমার সবচেয়ে আনন্দের। আমার বাবা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মানুষের কথাই ভাবতেন। আমাদের পরিবারের লোকদের চেয়ে তিনি গরীব অসহায় মানুষদের নিয়ে বেশি ভাবতেন এবং কাজ করেছেন। এই গৃহ প্রদান কার্যক্রম তারই শুরু করা।’

এ সময় লাইভে যুক্ত ছিল খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলা, চাপাইনবাবগঞ্জ সদর, নীলফামারীর সৈয়দপুর ও হবিগঞ্জের চুনারুঘাট উপজেলা। এছাড়াও দেশের সব উপজেলা অনলাইনে যুক্ত হয়।

মুজিববর্ষ উপলক্ষে আশ্রয়ন প্রকল্প-২ এর আওতায় প্রায় নয় লাখ মানুষকে পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে পাকাঘর উপহার দেয়া হচ্ছে। প্রথম পর্যায়ে ঘর পেল প্রায় ৭০ হাজার পরিবার। আগামী মাসে আরো ১ লাখ পরিবার বাড়ি পাবে। অনুষ্ঠানে আশ্রয়ন প্রকল্পের তৈরি ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয়।

প্রসঙ্গত, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মের ১০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে মুজিব শতবর্ষ পালন করছে সরকার। বছরটিকে স্মরণীয় করে রাখতে জাতির পিতার উত্তরসূরি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের ভূমি ও গৃহহীন আট লাখ ৮২ হাজার ৩৩টি পরিবারকে ঘর ও জমি দেওয়ার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। আজ উদ্বোধনের পর পর্যায়ক্রমে এ তালিকার সবাই এই সুবিধা পাবে।

উপকারভোগীদের মধ্যে যাদের জমি আছে, তারা শুধু ঘর পাবে। যাদের জমি নেই, তারা ২ শতাংশ জমি পাবে (বন্দোবস্ত)। দুই কক্ষবিশিষ্ট প্রতিটি ঘর তৈরিতে খরচ হচ্ছে এক লাখ ৭১ হাজার টাকা। সরকারের নির্ধারিত একই নকশায় হচ্ছে এসব ঘর। রান্নাঘর, সংযুক্ত টয়লেট থাকছে। টিউবওয়েল ও বিদ্যুৎ সংযোগও দেওয়া হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে থাকা আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ এই কাজ করছে। খাসজমিতে গুচ্ছ ভিত্তিতে এসব ঘর তৈরি হচ্ছে। কোথাও কোথাও এসব ঘরের নাম দেওয়া হচ্ছে ‘স্বপ্ননীড়’, কোথাও নামকরণ হচ্ছে ‘শতনীড়’, আবার কোথাও ‘মুজিব ভিলেজ’।

সরকারের এই উদ্যোগ বিশ্বের ইতিহাসে নতুন সংযোজন বলে জানিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। এই প্রকল্পের পরিচালক মাহবুব হোসেন কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্ব ইতিহাসে নতুন রেকর্ড গড়তে যাচ্ছে। এটা বাংলাদেশের বিশাল অর্জন।’